দৈনিক জনকণ্ঠ

পৃষ্ঠা ২০ কলাম

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে স্বায়ত্তশাসিত করার পাঁয়তারা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ ॥ ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমকি শিক্ষা একাডেমী (নেপ)কে স্বায়ত্তশাসিত করার পাঁয়তারা চলছে। ইতোমধ্যে এ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে দেশের ৮০ হাজার সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রভাব ফেলবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশঙ্কা প্রকাশ করছে।

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে গত ১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহ শহরে জাতীয় প্রাথমকি শিক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এটি পরিচালনা করে আসছে। সরকারের রাজস্ব খাতের আওতায় পরিচালিত এই একাডেমিতে একটি পরীক্ষা বোর্ড রয়েছে। এই বোর্ড দেশের ৫৪টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের একবছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের ফলাফল প্রকাশ ও সনদপত্র বিতরণ করে থাকে। এছাড়া দেশের ৫৪টি পিটিআই ৪৯০টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ৬টি বিভাগে উপপরিচালকের অফিসসহ পরোক্ষভাবে দেশের ৮০ হাজার সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ওপর খবরদারি করে থাকে।

একাধিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কোন স্বায়ত্তশাশিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাপকভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এই অবস্থায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেশের এত বিশাল অঙ্কের সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনবলের নিয়ন্ত্রণভার দেয়া যায় কিনা এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ।

প্রস্তাবটি এখন মন্ত্রণালয়ে

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, স্বায়ত্তশাসনের নামে একাডেমির উৎস থেকে যে তহবিল সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে এটা হাস্যকর। একাডেমিতে ২০টি নারকেল গাছ রয়েছে। এসব গাছে নারকেল ধরলেও দুষ্ট ছেলেদের কারণে তা রক্ষা করাই কঠিন। অথচ নারকেল বিক্রি করে এই তহবিলের জন্য টাকা সাশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। একাডেমিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সেকালের দুটি পৃথক হোস্টেল রয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের স্বল্প আয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে ট্রেনিংয়ের সময় এখানে উচ্চহারে কাপড় ধোলাই চার্জ, সার্ভিস চার্জ ও সিট রেন্ট নেয়া হচ্ছে। জানা যায়, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিনের গড় ভাতা হচ্ছে ৫৪ টাকা। এই টাকা দিয়ে প্রতিদিনের নাস্তা ও দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থার পর এই সার্ভিস চার্জ গুনতে হয়। এখানে পিটিআইগুলোর যে বোর্ড রয়েছে সেখান থেকে বছরে এক লাখ টাকা সাশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে ওই তহবিলের জন্য। সব কিছু মিলিয়ে এর প্রভাব পড়বে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের ওপর। প্রশিক্ষণ হয়ে পড়বে ব্যয়বহুল। ফলে বাধ্যতামূলক এই প্রশিক্ষণে স্বল্প আয়ের অনেক শিক্ষক পড়বে বিপাকে।

একাধিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই সুপার ও শিক্ষক জানিয়েছেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে অবৈতনিক করে বিনামূল্যে বই বিতরণ করেছে। এই ক্ষেত্রে একাডেমির স্বায়ত্তশাসন সরকারের শিক্ষানীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির পরিচালক ড. আনোয়ারুল আজিজ জানিয়েছেন; এ ব্যাপারে নরওয়ে সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৬ মাস আগে এখান থেকে স্বায়ত্তশাসনের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।